Annual Subscription : Rs. 240.00
Single Issue : Rs. 20.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ১১ ফাল্গুন ১৪৩১

সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায়
সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষ কুমার বাগচী
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ সত্যব্রত ঘোষাল ড. স্বপ্না রায় গৌতম গোস্বামী ড. জয়দীপ চন্দ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

বিনা মেঘে বজ্রপাত (সম্পাদকীয়) ৩

ড. ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও ড. অসিতাভ দাশ ৪
ভি. আই. লেনিন এবং মাও সে তুং : দুইজন গ্রন্থাগারপ্রেমী বিপ্লবী

প্রদোষ কুমার বাগচী ৭
আমাদের রবীন্দ্রচর্চা পঞ্জির সন্ধানে (শেষাংশ)

চিঠিপত্র ১৬

নিতাইশ ১৭
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের
প্রথম পর্ব : একটি প্রতিবেদন

শতবর্ষে ফিরে দেখা (দ্বিতীয় কিস্তি) ১৯

পরিষদ কথা ২০

শোক সংবাদ ২২

English Abstract (Vol.73, No.10, January 2024) ২৩

English Abstract (Vol.73, No.11, February 2024) ২৫

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাক আপ দেওয়া, ব্যাক আপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ **blacal.org@gmail.com**

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ১১ সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষ কুমার বাগচী ফাল্গুন ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। বিনা মেঘে বজ্রপাত।।

ভাবনা ছিল গ্রন্থাগার পত্রিকাকে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা। ভাবনা ছিল গ্রন্থাগার পত্রিকাকে কিভাবে আরো বেশি করে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। ভাবনা ছিল গ্রন্থাগার পত্রিকাতে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আরও বেশি বৈচিত্র্য কি করে আনা যায়। ভাবনা ছিল গ্রন্থাগার পত্রিকার আয় বৃদ্ধি কি করে করা যায়। দুর্ভাগ্য এই যে আমরা যথাসময়ে গ্রন্থাগার পত্রিকার মাঘ ১৪৩১ সংখ্যা প্রকাশ করার পরও তা পাঠকের কাছে এই সম্পাদকীয় লেখার সময়কাল পর্যন্ত পাঠাতে পারলাম না।

একেই বলে, ''ম্যান প্রপোজেস, গড ডিসপোজেস।'' ভিলেন ভারতীয় ডাক বিভাগের নতুন আদেশনামায় বিষয়টা জানা গেল মাঘ, ১৪৩১ সংখ্যা ছাপানোর পর বিতরণের সময়। ১৬.১২.২০২৪ তারিখ প্রকাশিত ঐ আদেশনামা প্রকাশের সময় থেকেই কার্যকর হয়েছে। আমরা প্রস্তুতির সময় পেলাম না। দীর্ঘ ৭৫ বছরের পরিষেবাগত সম্পর্কে কোনো আমলই দিলেন না ডাক বিভাগ!

অথচ পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আমরা যথানিয়মে আবেদনপত্র পাঠাই। পরবর্তীকালে তাঁদের উপদেশ মতো হলফনামা জমা দিয়ে গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম লিপিবদ্ধ করে পাঠাই। এর মধ্যে ডাক বিভাগ বলেন যে NRI নাম্বার যা ১৯৫৭ সাল থেকে আমরা বহন করে আসছি তা আপডেট করতে হবে। এই সমস্ত কাজকর্মের মাঝেই ভারতীয় ডাক বিভাগের নতুন ফরমান পাই যা আমাদের শুধু বিচলিত করে তাই নয়, গ্রন্থাগার পত্রিকা আদৌ প্রকাশ করা সম্ভব হবে কিনা সে নিয়ে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়।

যে পদ্ধতিতে ডাক বিভাগের সহায়তায় আমরা গ্রাহকদের কাছে গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রেরণ করতাম তাতে প্রতি সংখ্যায় প্রতি গ্রাহক কিছু ০.২৫ পয়সা ডাকটি দিলেই হতো। নতুন আদেশনামা অনুযায়ী আমাদের ০.২৫ পয়সার পরিবর্তে বর্তমানে প্রতি সংখ্যায় প্রতি গ্রাহক কিছু খরচ হবে দুই টাকা। অর্থাৎ আমরা হিসাব করে দেখলাম প্রতিমাসের ডাক খরচ বর্তমান খরচের চেয়ে প্রায় ৮০০০ টাকা অতিরিক্ত লাগবে। এছাড়া কিছু স্টেশনারি খরচ তো থাকছেই।

এদিকে ভাঁড়ে মা ভবানী। প্রাপ্য সরকারি অনুদান বিগত প্রায় দুবছর ধরে বন্ধ। শতবর্ষের আবহে পরিষদের খরচ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিষদের গুণগ্রাহী ব্যক্তিবর্গের অফুরান দানে আমরা বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনা করছি। এর ওপর গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশ এবং বিতরণের জন্য চাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

সুখের কথা এই যে গ্রন্থাগার পত্রিকা মাঘ সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশ না হওয়ায় গ্রাহকদের উদ্বিগ্নতা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অনেকেই অতিরিক্ত অর্থে বিনিময় গ্রন্থাগার পত্রিকা ছাপানো অবস্থায় হাতে পেতে চান। সুতরাং আমাদের অদূর ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে প্রথমত গ্রন্থাগার পত্রিকার ছাপানো ও বিতরণে খরচ কমাতে হবে এবং সাথে সাথে কারা কারা প্রিন্ট কপি পেতে চান এবং কারা কারা ডিজিটাল মাধ্যমে গ্রন্থাগার পত্রিকা পড়তে চান তার হিসাব করা প্রয়োজন। পরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতি খুব দ্রুত যথাযথ পদ্ধতি মেনে সময় উপযোগী ও বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি।

এত চাপের মধ্যেও আমরা ভেঙে পড়িনি। গ্রন্থাগার পত্রিকাকে নতুন উদ্যোগে প্রকাশ করার জন্য বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে এবং গ্রন্থাগার পত্রিকাকে ''পিয়ার রিভিউড পিরিয়ডিক্যাল'' হিসেবে পরিচিতি করানোর জন্য ভাবনাচিন্তা চলছে। সকলের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা আমরা নিশ্চয়ই পাবো।

ভি. আই. লেনিন এবং মাও সে তুংঃ দুইজন গ্রন্থাগারপ্রেমী বিপ্লবী

ডঃ ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়*
গ্রন্থাগারিক, সেন্ট পলস্ ক্যাথেড্রাল মিশন কলেজ, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯
ডঃ অসিতাভ দাশ**
ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

ভূমিকাঃ

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) ছিলেন রাশিয়ান বিপ্লবী নেতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য ইতিহাসে সুপরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, যা রাশিয়ার রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। যদিও লেনিনকে মূলত একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তার ব্যক্তিগত জীবন এবং আগ্রহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার গ্রন্থাগারপ্রেম।

মাও সে তুং (১৯৩৪-১৯৭৬), চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতা এবং পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং চিন্তাধারা চীনের আধুনিক ইতিহাসকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। যদিও মাও সে তুং প্রধানত একজন রাজনৈতিক নেতা এবং বিপ্লবী হিসেবে পরিচিত, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং শখের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো তাঁর গ্রন্থাগারপ্রেম। এই প্রবন্ধে, আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব কিভাবে লেনিনের বইপ্রীতি এবং গ্রন্থাগার নিয়ে আগ্রহ তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও চিন্তাধারায় প্রভাব ফেলেছিল এবং মাও সে তুংয়ের গ্রন্থাগারপ্রেম এবং তাঁর বইপ্রীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব।

লেনিন এর প্রাথমিক জীবন এবং শিক্ষা

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের জন্ম ১৮৭০ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে, যেখানে তার পরিবারের একটি শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল পটভূমি ছিল। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা এবং যুবক জীবনের অধ্যয়নকালীন সময়ে লেনিনের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে। তিনি শিশু হিসেবে লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে ইতিহাস দর্শন এবং রাজনীতি নিয়ে তার আগ্রহ ছিল অত্যন্ত গভীর।

* দূরভাষ - ৯৪৭৭২ ৬৫৫৮৬
** দূরভাষ - ৯৭৪৮২ ৭০৬২৬

লেনিন এর বইপ্রীতির বিকাশ

লেনিনের ছাত্র জীবন থেকেই বইয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি প্রচুর বই পড়তেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন। তাঁর পড়াশোনার মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা ও বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর স্বভাবজাত আগ্রহ ছিল। লেনিন রাজনৈতিক অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র এবং সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত বইগুলোর উপর গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ ছিল, যা তাঁর চিন্তাভাবনার ভিত্তি তৈরি করতে সহায়ক ছিল।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠন

লেনিনের বইপ্রীতি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠনের জন্যও উদ্যোগী ছিলেন। রুশ বিপ্লবের পর, লেনিন এবং তার সহযোগীরা সমাজের সংস্কার এবং সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে, লেনিনের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ধারণা এবং পরিকল্পনা সমাজের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

লেনিন এর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির গুরুত্ব

লেনিনের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল তাঁর চিন্তাভাবনা ও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাঁর লাইব্রেরিতে বিভিন্ন প্রকারের বই ছিল, যা তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শের বিকাশে সহায়ক ছিল। বইয়ের প্রতি তাঁর এই প্রেম শুধু একটি শখের বিষয় ছিল না, বরং এটি তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ ছিল। তাঁর লাইব্রেরি নানা বিষয়ে যেমন দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং সমাজতন্ত্রের বই দিয়ে পূর্ণ ছিল।

বইয়ের প্রতি লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি

লেনিন বইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বইপড়া একটি বিপ্লবী চিন্তাভাবনার ভিত্তি গঠনে সহায়ক হতে পারে। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা

ও আদর্শগত দিকনির্দেশনা মূলত তাঁর বইপড়ার অভ্যাস এবং সাহিত্যিক জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর স্নেহময়ী সহকর্মী এবং রাজনীতিবিদদের সাথে বই ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন এবং বই পড়ার মাধ্যমে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা এবং ধারণার সৃজন করতেন।

গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও লেনিন এর ভাবনা

লেখার পাশাপাশি, লেনিন গ্রন্থাগারের উন্নয়ন এবং সংস্করণের জন্যও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের সামগ্রিক মান উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর নেতৃত্বে, বইপাঠ এবং গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নতুন নতুন নীতিমালা প্রবর্তিত হয়েছিল, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

রাশিয়ার সামাজিক উন্নয়নে বইয়ের প্রভাব এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

লেনিনের গ্রন্থাগার এবং বইপ্রীতি সোভিয়েত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠেছিল। তাঁর লেখা এবং চিন্তাভাবনা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার একটি মৌলিক ভিত্তি গঠন করেছে, যা পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর অংশ হয়ে উঠেছিল। তাঁর গ্রন্থাগারের বই এবং পাণ্ডুলিপি সোভিয়েত সংস্কৃতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল।

মাও সে তুংয়ের সাহিত্যিক আগ্রহ

মাও সে তুংয়ের জীবনের শুরু থেকেই বইয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তাঁর ছাত্র জীবন ছিল অত্যন্ত অধ্যবসায়ী এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল অগাধ। চীনের মাওবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য তিনি যখন রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি গড়ে তুলছিলেন, তখন তাঁর বইপ্রীতি ছিল এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাও প্রাচীন চীনা সাহিত্য, ফিলসফি, এবং ইতিহাসের ব্যাপক অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর পছন্দের লেখকদের মধ্যে কনফুসিয়াস, লাওজি, এবং মো জি অন্যতম।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সংগ্রহ

মাও সে তুংয়ের গ্রন্থাগারপ্রেম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি নিজের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্যও উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে, চীনে অনেক ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, যা চীনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। মাও তার গ্রন্থাগারের জন্য বই সংগ্রহ করতে এবং পুরোনো পাণ্ডুলিপি পুনরুদ্ধার করতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন।

মাও সে তুং এর গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা

মাও সে তুংয়ের গ্রন্থাগার ছিল একটি বিশেষ ধরনের সংগ্রহস্থল, যেখানে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, এবং রাজনৈতিক গ্রন্থের পাশাপাশি ব্যক্তিগত আগ্রহের বিষয়গুলিও স্থান পেয়েছিল। তাঁর গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত যত্নশীল, এবং তিনি তাঁর সংগ্রহে থাকা বইগুলো সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

বইয়ের প্রতি মাওয়ের দর্শন

মাও সে তুংয়ের বইপ্রীতি ছিল তাঁর রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বই পড়া এবং সাহিত্য অধ্যয়ন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং নীতি তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। তাঁর লেখা ও বক্তব্যে বহুবার উল্লেখ করেছেন যে সঠিক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জন একজন নেতার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

মাও সে তুং এর লেখার প্রতি আগ্রহ

মাও সে তুং নিজেও একজন লেখক ছিলেন। তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে ‘‘লংমার্চ’’ এবং ‘‘উদ্দীপক মন্তব্য’’ উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা বইগুলো মূলত রাজনৈতিক দর্শন এবং বিপ্লবী চিন্তাধারা নিয়ে ছিল যা তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন প্রভাবশালী চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর লেখা, যা গ্রন্থাগারের অংশ হিসেবে সংরক্ষিত ছিল, চীনা সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বইয়ের গুরুত্ব ও চীন সংস্কৃতিতে ভূমিকা

মাও সে তুংয়ের বইয়ের প্রতি আগ্রহ এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চীনের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর সংগ্রহের মাধ্যমে চীনের ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থ এবং পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল, যা আজকের দিনে চীনা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের একটি অমূল্য অংশ।

মাওয়ের গ্রন্থাগারের বই এবং পাণ্ডুলিপি চীনের শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চীনে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য তাঁর বই সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে।

উপসংহারঃ

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন একজন প্রভাবশালী বিপ্লবী নেতা এবং চিন্তাবিদ হিসেবে ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর বইপ্রীতি এবং গ্রন্থাগারপ্রেমও একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, বইয়ের প্রতি আগ্রহ এবং গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং সামাজিক সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে একটি ব্যক্তির বইপ্রীতি কেবল একটি শখ নয়, বরং এটি একটি জাতির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাও সে তুং একজন মহান নেতা ছিলেন যিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বইয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ ও প্রেম দেখিয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং বই সংগ্রহের উদ্যোগ চীনের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মাও সে তুংয়ের এই গ্রন্থাগার এবং বইপ্রীতির দৃষ্টান্ত আমাদের প্রমাণ করে যে একটি ব্যক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রহ কেবলমাত্র তার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অংশ নয়, বরং এটি একটি জাতির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Chang (Jung) & Halliday (Jon). Mao: The Unknown Story. Jonathan Cape. 2005. ISBN: 978-0224062216.

২. Short (Philip). Mao: A Life, Henry Holt and Company. 2000. ISBN: 978-0805074075

৩. Needhan (David). Mao Zedong: A Political and Intellectual Portrait. Macmillan. 1996. ISBN: 978-0312122493

৪. Dikotter (Frank). The Cultural Revolution: A People's History, 1962-1976. Bloomsbury Press. 2016. ISBN: 978-1408842423

৫. Read (Christopher). Lenin: A Revolutionary Life. Routledge. 2005. ISBN: 978-0415356949.

৬. Service (Robert). Lenin: A Biography. Harvard University Press. 2000. ISBN: 978-0674006699

৭. Harding (Neii). Lenin: The Practice and Theory of Revolution. Macmillan. 1983. ISBN: 978-0333365139.

৮. Lenin (V. I.). The State and Revolution. International Publishers. 1917 (orginal); 2006 (reprint). ISBN: 978-0717803615.

TI
TECTONICS INDIA (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9
Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

আমাদের রবীন্দ্রচর্চা পঞ্জির সন্ধানে

প্রদোষকুমার বাগচী*
গ্রন্থাগারিক, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পাঠাগার

মাঘ ১৪৩১ (বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ১০) অংশে প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষাংশ —

তাপস ভট্টাচার্য সংকলিত গ্রন্থপঞ্জিটিতে মোট ১০৯৬টি গ্রন্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ঘুরে ঘুরে এই সব গ্রন্থ তিনি হাতে নিয়ে দেখেছেন, উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন, তারপর তৈরি করেছেন তার সারাংশ। অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যও তিনি নিয়েছেন। অবশেষে তৈরি করেছেন তার বিষয়ভিত্তিক বিভাজন। ১২৫পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এই তালিকাটি রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার' বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কোন গ্রন্থপঞ্জিই অবশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কারণ প্রতিদিনই কোন না গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে। ফলে একটি তালিকাতে তা সম্পূর্ণ হয় না। একারণে প্রায়ই গ্রন্থপঞ্জিগুলিকে পরিমার্জিত করার প্রয়োজন হয়। তারপরেও বহু পরিশ্রম, গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে ঘোরাঘুরি ও সতর্কতা সত্বেও বেশ কিছু গ্রন্থের খবর সংকলকের আড়ালে থেকে যায়। অল্পখ্যাত বা অখ্যাত অনেক পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে গ্রন্থপঞ্জি রচনার কাজ শেষ হয় না। বারে বারে তার সংযোজন ও সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ থেকে এই প্রয়োজনীয়তা বেশি করে উপলব্ধিতে আসায় রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের উদ্যোগও লক্ষ্যনীয় ভাবে বেড়ে যায়। এগিয়ে আসেন চিত্তরঞ্জন দেব, বাসুদেব মাইতি, পুলিনবিহারী সেন, দিলীপ মজুমদার প্রমুখ। বসে থাকেননি প্রভাতবাবুও, তিনিও পর পর আরো দু'টো গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করেন। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্র-চর্চার ভূমিকা'য় (১৯৬১) রবীন্দ্ররচিত গ্রন্থের একটি কালনুক্রমিক তালিকা তুলে ধরেন।ঠিক তার পরের বছর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সংকলিত 'নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা' (১৯৬২) বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে পৃথকভাবে রবীন্দ্রচর্চা-গ্রন্থপঞ্জি ও বাংলা পত্র-পত্রিকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর তালিকাও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

* দূরভাষ - ৯৮৩১৯ ২৫৮৫৩

গ্রন্থপঞ্জির উদ্দেশ্য তো শুধু গ্রন্থের তালিকা তৈরি করা নয়, ধারবাহিক ইতিহাস তুলে ধরাও এর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এসব কাজে প্রভাতবাবু ছিলেন অতুলনীয়। রবীন্দ্রগ্রন্থ রচনার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন অনেক আগে। একাজে হাত দেবার আগে তিনি 'ভারতী' পত্রিকা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে একটু নতুন ধরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অবশেষে ১২৮৪ থেকে ১২৮৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ওই পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনার একটি কালানুক্রমিক তালিকা তৈরি করেন; যা বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা'র প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অবশ্য মনে পড়ে মুহাম্মদ আবদুর রজ্জাক সম্পাদিত 'বাংলা দেশের রবীন্দ্ররচনাপঞ্জি : ১৩৫৪-১৩৯২ বঙ্গাব্দ' গ্রন্থটির কথা। কবির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল গ্রন্থটি। পঞ্জিটি দু'টি ভাগে বিভক্ত— ১। গ্রন্থপঞ্জি ও ২। প্রবন্ধপঞ্জি। পরিশিষ্টে রচয়িতা ভিত্তিক ও বর্ষভিত্তিক তালিকা সংযুক্ত আছে। এখন তো এই গ্রন্থপঞ্জিটিও নানা প্রয়োজনে নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যারা এই গ্রন্থপঞ্জিটি ব্যবহার করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই যে মুহাম্মদ আবদুর রজ্জাকের নাম বহুদিন পর্যন্ত স্মরণে রাখবেন সন্দেহ নেই।

তবে গ্রন্থপঞ্জি যদি শুধু বইয়ের বহিরঙ্গকে আশ্রয় করেই পল্লবিত হয়ে ওঠে তাহলে খুব একটা লাভবান হবার আশা করা বৃথা। পাঠ্যাংশের দিকেও মনোযোগী হতে হবে। বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণে পাঠান্তরের সমস্যা থাকে। পুঁথির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সুযোগ বেশী। কোনটি লেখকের নিজের হাতের, কোনটি নকল, কোনটি নকলেরও নকল এবং বিভিন্ন নকলের মধ্যে পাঠান্তরের সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামাতে হয় সৎ গ্রন্থপঞ্জিকারকে। সেদিকটা খেয়ালে রেখেই পরে প্রতিটি রবীন্দ্রগ্রন্থরচনার প্রকাশকাল এবং তার বিভিন্ন মুদ্রণ সংস্করণের পরিচিতি সহ ১৭০+(১০) পৃষ্ঠার যে গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করেন প্রভাতবাবু, এককথায় অভিনব। একটা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জির যে কতো প্রয়োজন সে কথা বলতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন—

রবীন্দ্রনাথের একই বইয়ের পাঠ এক-এক মুদ্রণে এক-এক রকম হয়ে আছে, সচেতন পাঠকের প্রায় ধাঁধা লেগে যায় তাতে। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একসময়ে যে এই অভিযোগ করেছিলেন, মিথ্যে ছিল না সে-অভিযোগ। কিন্তু কেন-যে কীভাবে এত বিচিত্র পাঠের সৃষ্টি হল,তার ইতিহাসটাও কি কম রোমাঞ্চকর? সহজও নয় সেই জট থেকে কোনও নির্ভরযোগ্য পাঠ খুঁজে নেওয়া। এসব জটিলতার অনেক হদিশ পাওয়া যায় পুলিনবিহারী বা কানাই সামন্তর কাছে, তাঁদের দিনানুদিন অবিশ্রাম শ্রমের ফল থেকে।...

আকৈশোর 'সঞ্চয়িতা'য় পড়া 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এর সমাপ্তিকালীন একটি লাইনকে রচনাবলীতে খুঁজে না পেয়ে অনেক বছর আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একবার আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, প্রকাশ্যে তিনি কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কাছে। এ-রকম একটিদুটি নয়, এমন উদাহরণ আছে আরো অনেক। কীভাবে ঘটে ওই বদলগুলি? উচিত কি এই বদল? নানা সময়ে এমন নানা প্রশ্ন ওঠে সাধারণ পাঠকের মনে, আর তখন, উত্তর পাবার জন্য তাঁদের হয়তো দেখতে হতে পারে কানাই সামন্ত বা পুলিনবিহারী সেনের অনেক যত্নে গড়ে তোলা নিভৃত টীকাটিপ্পনীগুলি, বিশ্বভারতীর বইগুলির গ্রন্থপরিচয় অংশে, কিংবা 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচয়' বা 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী'র মতো বইপত্রে। (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তথ্যজ্ঞানে আজ আমরা অনেকটাই সমৃদ্ধ,আনন্দসঙ্গী-১, পৃঃ৩১৯)

'বিশ্বভারতী' প্রকাশিত কানাই সামন্তের 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচয়' বা 'পুস্তক বিপণি' থেকে প্রকাশিত সনৎকুমার বাগচীর 'রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি ও সমীক্ষা বিশ্লেষণ'-এর সঙ্গে হয়তো অনেকেরই তেমন পরিচয় নেই,কিন্তু পুলিনবাবুর 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' (১৩৮০ব) অনেকেই দেখেছেন। এতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পর 'রবীন্দ্র জীবনকথা'র পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রকাশকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার বিবরণ ও আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি। এটি প্রথমে যখন দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন অনেকেই তা দেখেছিলেন। নিছক দেখে যাওয়া অর্থে নয়, রবীন্দ্র-চর্চার প্রকৃতি ও পরিধিকে সামগ্রিকভাবে বুঝে নেওয়ার আকাঙ্খাও কারো কারো মনে গভীরে কাজ করছিল। এই প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার 'সাহিত্য সংবাদ' অংশে (১৯ পৌষ, ১৩৭০) 'বিদুর'-এর নিকট এন্টালি থেকে শ্রীমতী প্রতিমা দে'র লেখা একটি পত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন—

বিশেষ প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য আপনাকে পত্র লিখছি। গত ১৩৬২ সালের দেশ সাহিত্য সংখ্যা থেকে পুলিনবিহারী সেনের 'রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থপঞ্জী' রচনাটি প্রকাশিত হয়। অনুরূপ তালিকা পরে ১৯।৪।৬৩ এবং২৫।৪।৬৩(বাং)তারিখে প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত সম্ভবত আর প্রকাশিত হয়নি। আপনি/ দেশের কোন লেখক/ পাঠকদের সহায্যে ঐ সময়ের পর হতে এ পর্যন্ত রবীন্দ্র সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বই-পুস্তিকা-ছবি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির অনুরূপ পঞ্জিকা যদি প্রকাশ করেন তবে পাঠকদের এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্য পিপাসুদের ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষদের পক্ষে সুবিধা হয়। আশা করি গুরুত্বপূর্ণ অনুরোধটির পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন।

পত্রটি নিঃসন্দেহে বৈশিষ্টপূর্ণ। প্রতিমাদেবী উল্লেখ করেছেন 'বই-পুস্তিকা-ছবি প্রভৃতি'র অনুরূপ পঞ্জি সংকলনের কথা। তাহলে সেটা হবে রবীন্দ্র-সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জি,পুস্তিকাপঞ্জি ও চিত্রপঞ্জি। অর্থাৎ ব্যাপক পরিসরে রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জির পরিকল্পনা। 'চিত্র' প্রসঙ্গকে যদি বাদ দিয়েও ধরা হয় তাহলেও তার ব্যাপকতা কোন অংশে কম হয় না। বিশেষ করে তিনি যে 'প্রভৃতি'র কথা বলেছেন সেই 'প্রভৃতি' অর্থে যদি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ- নিবন্ধ-সমূহকে ধরা হয় তবে তা বিশাল আয়োজনেরই সামিল। তারপর তাঁর পত্রের শেষ বাক্যটি— 'আশা করি গুরুত্বপূর্ণ অনূরোধটির পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন'— তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের এমন আকুতি কোন সাধারণ ঘটনা নয়। এটা শুধু ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের আকুতি নয়, তাঁর এই আকুতি পাঠকদের পক্ষ থেকে, অনেকের হয়ে, প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে, কেবলমাত্র গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের জন্য! এ প্রসঙ্গে 'বিদুর' কিছু ভেবেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি, কিছুদিনের মধ্যে 'বিদুরে'র কর্মকান্ডেও ইতি পরে। তবে এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'বিদুরে'র নিকট আরো একটি পত্র জমা পড়ে। 'সাহিত্য সংবাদ' অংশেই (৪ঠা মাঘ ১৩৭০) সেটি ছাপানো হয়। সংক্ষিপ্ত পত্র, কিন্তু চমকপ্রদ! এই পত্রটিও লিখেছিলেন আরেক মহিলা— শীলা ঘোষ। তিনি লেখেন—

মাননীয় 'বিদুর' সমীপেষু / দেশ (৯শ সংখ্যা ৩১ বর্ষ) পত্রিকায় প্রকাশিত,আপনার নিকট লিখিত একটি পত্র আমার দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছে। পত্রটি ইন্টালি হইতে শ্রীমতী প্রতিমা দে কর্তৃক লিখিত।

১৯৬১খৃঃ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপর রচিত যাবতীয় পুস্তকের একটি তালিকা আমার নিকট বর্তমান। এই তালিকাটি শ্রী জানকীনাথ বসু কর্তৃক বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ৯৩ নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ হইতে (ফোন নং ৩৪-২৬৮১) প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রয়োজনবোধে শ্রীমতী দে উপযুক্ত ঠিকানায় এ বিষয়ে সন্ধান করিতে পারেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জিকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত আগ্রহ তৈরি হয়েছিল কোন কোন মহলে। তাছাড়া চিঠিপত্রের সূত্রে শীলাদেবী যদি এই গ্রন্থপঞ্জির খবরটা না জানাতেন তবে অনেকের কাছেই এই তালিকাটির কথা অজ্ঞাত থেকে যেতো। এই রকম টুকরো টুকরো ঘটনা ও চিন্তাগুলিকে একত্র করে দেখলে ভরসা জাগে, মনে হয় গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করেন এমন মানুষের দ্বারাই একটি অন্য রবীন্দ্র-বলয় যেন গড়ে উঠছে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। যার একেবারে সামনের সারিতে ছিলেন পুলিনবিহারী সেন। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনরকম জড়তা না রেখে তাঁকে বাংলার গ্রন্থপঞ্জি জগতের 'পথপ্রদর্শক' হিসাবে চিহ্নিত করে গেছেন। কিন্তু 'পথপ্রদর্শক' কেন? প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সজনীকান্ত দাস বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নয় কেন? সাধারণ ভাবে যদি গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের ক্ষেত্র ধরা হয়, তাহলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কি পেতে পারতেন না এই অভিধা? সত্যি বলতে কি, বাঙালির আকরগ্রন্থ সম্পর্কে চিন্তার যে জড়তা ছিল, গ্রন্থপঞ্জি সংকলনে যে শৈথিল্য ছিল, তাকে সচল ও সংহত করার কোন আয়োজন যদি কেউ করে থাকেন তো তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ও তাঁর অন্যান্য রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে তার পরিচয়। তাছাড়া একথাটাও মনে রাখা দরকার যে, পুলিনবাবু নিজেই তাঁর সংকলন-গুরু হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথবাবুকেই তাঁর অন্তরে স্থান করে দিয়েছিলেন। 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে পুলিনবাবু বলেছিলেন—

১৩৪২সালে প্রবাসীর কনিষ্ঠ সহকারী সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হয়ে প্রধান সহকারী সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদন পদ্ধতি, নিপুণতা, সুক্ষ্মতা, অনুসন্ধিৎসা সাক্ষাৎভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ হয়— উনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলীর পরিশুদ্ধ টীকা সম্বলিত সংস্করণ সম্পাদন ও প্রকাশে ব্রতী হন—এবং আমার অজান্তেই গ্রন্থসম্পাদন পদ্ধতিতে তাঁকে আমার গুরুবরণ। (দ্রঃ প্রশান্তকুমার পাল সংকলিত 'রবীন্দ্রনাথ-পুলিনবিহারী পত্রবিনিময়',পৃঃ ৪৪-৪৫)

তবুও চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পুলিনবিহারী সেনকেই 'পথপ্রদর্শক' গ্রন্থপঞ্জিকার হিসাবে অভিহিত করেন। আসলে গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নে যে কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেছিলেন পুলিনবাবু, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সেটাই ছিল সবচেয়ে বিস্ময়ের,আকর্ষণের ও উপলব্ধিরও। এই কৌশল তিনি আয়ত্ব করেছিলেন ধীরে ধীরে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনের অর্জিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কোন একটা রচনার গ্রন্থিত ও অ-গ্রন্থিত সূত্র ধরে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ যুক্ত করে দিয়ে তথ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে আদিপাঠ ও শেষতম পাঠের মধ্যে সাযুজ্যপূর্ণ সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পাঠকবর্গের বহুমুখী জিজ্ঞাসা নিবারনের যে প্রয়াস তিনি করেছিলেন, বাংলা গ্রন্থপঞ্জির জগতে তা এক বিরল ঘটনা। তথ্যের সংহত বিন্যাসে একটা গ্রন্থপঞ্জিরও যে শিল্পীত প্রকাশ ঘটানো সম্ভব, দেখিয়েছিলেন পুলিনবাবু। স্বাভাবিকভাবে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে যে 'পথপ্রদর্শক' অভিধায় অভিহিত করেছেন, সে অভিধায় কোন অতিরঞ্জণ নেই। 'পুলিনবিহারী জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য' গ্রন্থে 'পথপ্রদর্শক' শিরোনামে এক নিবন্ধে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন অ্যালেন ওয়েডের সেই বিখ্যাত 'এ বিবলিওগ্রাফি অব দ্য রাইটিংস অব ডব্লিউ বি ইয়েটস' গ্রন্থটির কথা, পুলিনবাবু যেটিকে আদর্শ হিসাবে সামনে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে সব গ্রন্থপঞ্জিকাররাই কি তাঁদের সামনে পুলিনবাবুর মতো এই ধরণের কোন গ্রন্থপঞ্জিকে আদর্শ হিসাবে সামনে রাখেন? চিত্তরঞ্জনবাবুর কথায়—

'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী'র প্রথম খন্ডের ২৮৭ পৃষ্ঠায় কবির প্রথম জীবনের মাত্র ২৫টি পুস্তকপুস্তিকার বিবরণ আছে।

এই-সব বিবরণ যে কত বিস্তৃত তা পৃষ্ঠাসংখ্যা থেকেই অনুমান করা যায়। যে ধরণের গ্রন্থপঞ্জি পুলিনবাবু সংকলন করেছেন সে রকম 'গ্রন্থপঞ্জি' বাংলা ভাষায় কখনও সংকলিত হয় নি। তার পরেও এমন হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। ...প্রচলিত যে-সব গ্রন্থপঞ্জি আমরা পুস্তকের শেষভাগে পেয়ে থাকি তাদের সঙ্গে এরূপ বিস্তৃত গ্রন্থবিবরণীর তুলনা করা যায় না।

অনেক আগে রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় 'মাসিকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধপর্যায়ের বাঁধানো কপি' হিসাবে সেটি হাতে পেয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—

আমাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রসজ্ঞ আছেন অনেকে, তাঁর সাহিত্যবিষয়ে জ্ঞানীও আছেন কেউ-কেউ; কিন্তু শুধু পুলিনবিহারী সেনই আক্ষরিক অর্থে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। তাঁর জীবন, তাঁর সমস্ত সময়, তাঁর সবটুকু মেধা ও শক্তি, তাঁর অখন্ড, অবিচল অভিনিবেশ। অথচ তাঁর আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের ভাববস্তু নয়, তাত্ত্বিক বা আলংকারিক বিশ্লেষণ নয়;— সাহিত্যচর্চার যে-বিভাগে আছে নীরস শ্রম, যাতে কল্পনা বা আবেগের কোনো স্থান নেই, তথ্যনির্ভর মন্থর পদক্ষেপে যেখানে বহু কষ্টে চলতে হয়, তিনি নিজের জন্য সেই কন্টকিত সংকীর্ণ অংশটুকু বেছে নিয়েছেন। এবং এই বিভাগে তিনি যে কী বিপুলভাবে কর্মীষ্ঠ ও কৃতী, তা সর্বসাধারণে প্রকাশিত না-হ'লেও সুধীসমাজে অজ্ঞাত নেই।...ভাবতে ভালো লাগে যে তিনি— বর্তমান বাংলার সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্র-বিশারদ— তিনি অধ্যাপক নন, কখনো ছিলেন না, তাঁকে বলা যায় না কোনো প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিপোষিত, এবং তাঁর গবেষণার তর্কাতীত মূল্য সত্ত্বেও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কোনো সম্মান-পদবি দেন নি। লোকচক্ষুর অন্তরালে এক অতি সাধু পরিশ্রমে তিনি লিপ্ত হ'য়ে আছেন;— যে-কর্ম প্রকাশিত হ'লে বৃহত্তর পাঠকসমাজে কোনো রেখাপাত হবে না, এক সহস্র পাঠকের মধ্যে হয়তো মাত্র একজন যা লক্ষ করবেন, তা-ই তিনি রচনা ক'রে যাচ্ছেন তিলে-তিলে, বছরের পর বছর ধ'রে, স্বাধীন ও স্বপ্রণোদিতভাবে, শুধু নিজের আন্তরিক উৎসাহে, শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রতি আশক্তিবসত এবং সুনির্বাচিত অনুধ্যায়ীদের সাহায্যকল্পে। (দ্রঃ পুলিনবিহারী জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য ১৯০৮-২০০৮ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধদেব বসুর লেখা ...)

পুলিনবাবুর একটা মস্তোবড় সুবিধা ছিল যে তিনি সকলের কাছে খোলা মনে আবেদন করতে পারতেন, আর পারতেন বলেই একটা রবীন্দ্র-বলয়ও তিনি তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন— নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত, অনাথনাথ দাস,সুবিমল লাহিড়ী, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, জগদিন্দ্রনাথ ভৌমিক, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, পার্থ বসু প্রমুখের মাধ্যমে। এভাবেই সাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনে রবীন্দ্র তথ্যসংগ্রহের কাজে গতি আসে। এমনকি প্রকাশিত হতে থাকে একাধিক সঙ্গীতপঞ্জিও।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পঞ্জি

প্রথম রবীন্দ্র-সঙ্গীত পঞ্জির আত্মপ্রকাশ ১৯৬৩ সালে। ইংরেজি আকরগ্রন্থের অনুসরণে অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় যে ধরণের আকর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অন্যতম হলো রবীন্দ্র সঙ্গীত-পঞ্জি। সেই যে একবার সন্তোষকুমার দে এবং কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য ১৯৬২সাল পর্যন্ত রেকর্ডে প্রকাশিত সকল রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি তালিকা প্রকাশ করবেন বলে মেতে উঠলেন— সেই শুরু। তারপর সংকল্পে থিতু থেকে সে কাজ যখন শেষ করলেন, একটা দেখবার মতো জিনিস হলো— সেই সঙ্গীতপঞ্জির একটি চমৎকার নামও তাঁরা দিয়েছিলেন—'কবিকণ্ঠ'। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত সেই 'কবিকণ্ঠ'র আগে যদিও 'স্বরবিতান-সূচীপত্র' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯সালে, যার নতুন নতুন সংস্করন ও পুনর্মদ্রন প্রকাশিত হয়েছে নানা সময়ে, সে কথা মনে রেখেও বলা যায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের বেদীমূলে ভিন্ন ধরণের উপাদান যোগ করে তাঁরা উভয়েই যৌথভাবে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান। তবে রবীন্দ্র সঙ্গীত-পঞ্জির জগতে সম্পূর্ণ এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন থেকে স্বীয় উদ্যোগে তিনি যে বার গীতবিতানের কালানুক্রমিক সুচি তৈরি করে দিলেন, তারপর গোটা পরিস্থিতিটাই পাল্টে গেল। পরে প্রভাতবাবুর সেই কাজের উপর ভিত্তি করে কত লেখক ও কবি কতো আলোচনা করলেন— নানা রচনা প্রকাশিত হলো। এ প্রসঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকায় (দ্রঃ বর্ষ ৪৩। সংখ্যা ৬-৭,পৌষ-মাঘ ১৩৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) শঙ্খ ঘোষের একটি আলোচনা 'কবে কোন্ গান' সংবেদনশীল মানুষের মনে দাগ কাটার মতো। তিনি লিখেছিলেন—

... আমাদের দরকার ছিল রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একটি কালানুক্রমিক সূচীর। একটি-দুটি গানের ক্বচিৎ কৌতূহল মেটানো নয়, আমরা অপেক্ষা করছিলাম এমন কোনো তালিকার যেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর গানের পারম্পর্য ধরা থাকবে, কবিতার মতো গানেরও একটা ইতিহাস আনতে পারবে যে তালিকা। ভাবতে ভালো লাগছে যে সেই প্রত্যাশা এখন পূর্ণ হবার পথে, 'গীতবিতানঃ কালানুক্রমিক সূচী'র প্রথম খন্ড আজ ইচ্ছে করলেই আমরা হাতের সামনে পেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের জীবনী যিনি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী'র যিনি প্রণেতা, এখন যিনি ব্যাপৃত আছেন 'রবীন্দ্রদিনপঞ্জী'র প্রস্তুতিতে, সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে এল এই বই। কোনো সন্দেহ নেই যে এখন থেকে এ-বই 'গীতবিতান'-র সঙ্গীবই হিসাবে সব সময়ে কাজে লাগবে আমাদের।

কিন্তু কেন? কীভাবে কাজে লাগতে পারে এ বই? সে কথারও উত্তর রয়েছে পরে। তিনি লিখেছেন—

যিনি জানতে চান কোন গান কোন বইতে ছাপা হয়েছিল প্রথম, কখন ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়, রচনাই-বা কবে— এই তালিকা থেকে তিনি তার যথাসম্ভব নির্দেশ পাবেন। এই তালিকাগুলি থেকে জানা যাবে গানগুলির পাঠ কখনো পাল্টেছে কিনা পরে, জানা যাবে এর সুর স্বরলিপি অথবা স্বরলিপিকারের খবর। এই সূচী থেকে গীতানুরাগীরা দেখতে পাবেন কীভাবে এক-একটি মাঘোৎসব উপলক্ষে এক-একগুচ্ছ গান বাঁধছেন কবি, অথবা অন্য কোনো পারবারিক অনুষ্ঠান কীভাবে তাঁর রচনার যোগ্য-ভূমিকা তৈরি করছে, কীভাবে ইন্দিরা দেবীর ভাষায়—দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে এক ঝাঁক গান নিয়ে এলেন তিনি অথবা শিলাইদহ থেকে হয়তো আরেক ঝাঁক। এই সূচীর পাতা উল্টে যে-কোনো সময় কেউ জেনে নিতে পারেন যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি লিখছিলেন ''আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে'', কলেজে ছাত্রসম্মিলনীর ঈস্টার উৎসবে তৈরি করছেন ''তবু পারিনি সঁপিতে প্রাণ'', অথবা কোনো শিশুর অন্নপ্রাশণে বলছেন ''ওগো নবীন অতিথি''।...

একটি কবিতা থেকে আরেকটি কবিতায় পৌঁছতে রবীন্দ্রনাথ যে পথ অতিক্রম করে যান তার অনেকটা ইতিহাস এখন আমাদের জানা আছে। এইবার, এই সূচীর দিকে লক্ষ্য রেখে, আমাদের পক্ষে সহজ হতে পারবে গানগুলির মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথের সেই যাবার পথ চিনে নেওয়া। তাই কেবল গীতানুরাগীদের নয়, এই সূচী সংকলন প্রয়োজন হবে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের সবারই। (দ্রঃ কবে কোন গান/'পরিচয়', বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৬-৭, পৌষ-মাঘ ১৩৮০, জানু-ফেব্রু ১৯৭৪)

প্রভাতকুমারের সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'গীতবিতানঃ কালানুক্রমিক সূচী' বেরিয়েছিল ১৯৭৩-এ, দু খন্ডে। পরে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে বেরোল ওই সূচীরই একটি অখন্ড সংস্করণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৬। আরো পরে ২০০৩ সালে অরুনকুমার বসু সেই সংস্করনের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে দিলেন দায়িত্ব নিয়ে। পরে দেখা গেলো শুধুমাত্র গীতবিতানকে ঘিরে সংগীতপঞ্জি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট মাপের আয়োজন করে রেখেছিলেন সুভাষ চৌধুরী। গীতবিতানের সমস্ত সংস্করণের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য এমনভাবে তিনি সাজালেন — কে জানতো অমন চমৎকার এক 'গীতবিতানের জগৎ' তৈরি করা সম্ভব! ২০০৪ সালে প্যাপিরাস থেকে প্রকাশিত সেই গ্রন্থে স্থান পেলো রবীন্দ্র-অনূদিত গানের তালিকাও।

প্রভাতবাবু যে পথ অবলম্বন করে গীতবিতানের কালানুক্রমিক সূচী তৈরি করেছিলেন সে প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ পাঠকের সুবিধার কথা ভেবে কতকগুলো প্রস্তাব করেছিলেন। সে প্রস্তাব অনেককে ভাবিয়েছেও। সেকারণেই সম্ভবত সমীর সেনগুপ্ত তাঁর 'গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ' (২০০৭) গ্রন্থে গানগুলিকে সাজিয়েছেন সুরের কালক্রম হিসাবে। যেমন— 'তুমি কি কেবলি ছবি' গানটির কথাবস্তু রচিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে কিন্তু সুরারোপ করা হয় ১৯৩২ সালে। গান হিসাবে এর সৃষ্টিকাল যেহেতু ১৯৩২ তাই এর স্থান হয়েছে সেই কালানুযায়ী। সমীরবাবুর নিজের কথায়—

তাঁর গান শুনতে শুনতে নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। মনে হয়, গানগুলিকে তাদের সময় অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে, সেই সজানোর মধ্য দিয়ে তাঁর মনোজগতের বিবর্তনের অন্তঃশীল ইতিহাসটিকে হয়তো অনুভব করা যাবে; তাঁর জীবনের আন্তরিক অভিজ্ঞতাগুলি— তাঁর আনন্দ, বেদনা যন্ত্রণার ইতিহাস, তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন কাহিনী—কতকানি ছাপ ফেলে গেছে তাঁর গানে? মানুষ রবীন্দ্রনাথ কতখানি বেরিয়ে আসেন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ভিতর থেকে?

এই রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করতে গিয়ে তিনি সংকলন করেন 'গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ', তুলে ধরেন তাঁর গানের পিছনের নানা কহিনী। এই সময়কালে আরো বেশ কিছু রবীন্দ্র সঙ্গীতপঞ্জির কথা বলা যায় যা ইদানিং বহু গ্রন্থাগারে সহজলভ্য। প্রতিমা দাসের 'রবীন্দ্রসঙ্গীতকোষ', সুরেন মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত-কোষ', সুধীর চন্দ্রের 'রবীন্দ্র সঙ্গীতঃ রাগ-সুর-নির্দেশিকা, ইত্যাদি। এইসব বিচিত্র সংকলন দেখে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে শুধু সঙ্গীতপঞ্জি নিয়েও তাহলে কতো ভাববার অবকাশ আছে। ভাবনা যখন একবার ইতি উতি নাড়া দেয় মনের গভীরে, তখন ভাবনার পরিসরও বেড়ে যায়। অধ্যয়ন আর ভাবনার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সেই ভাবনা যখন নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে তখন শুরু হয় পরিকল্পিত সংকলনের কাজ। তারপর তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপনের পালা। এ হলো নির্মানের বাহ্যিক দিক। এই বাহ্যিক রূপটিকেই আমরা দেখি। বাকিটা থেকে যায় গৌণ। থেকেই যায়। তাঁদের সংকল্প তাঁদের নিষ্ঠা তাঁদের শ্রম সব কিছুই চলে যায় আড়ালে। কোন কার্পণ্য না করে অকাতরে এসব আমরাও অনেকের অলক্ষে ব্যবহার করে থাকি হয়তো কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করেও। কিন্তু দায়বদ্ধ মানুষ এসব কথা ভেবে সংকলন করতে বসেন না। বসেন না বলেই আমরা আজ সার্বভৌম কবির সার্বভৌমত্বের অনেক তথ্য হাতের কাছেই পেয়ে যাচ্ছি তাঁকে জানতে ও বুঝতে।

যৌথ সম্পাদনাতেও রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলিত হতে দেখা যায়। চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতির রবীন্দ্র রচনা কোষ (১৯৬২), রবীন পাল ও দীননাথ সেন সংকলিত 'বিষয় রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৬) গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো গ্রন্থপঞ্জি থাকতে পারে, কেউ কেউ হয়তো কাজও করছেন, কিছু হয়তো প্রকাশেরও অপেক্ষায়। ব্যক্তিগত সংকলনের ক্ষেত্রে দিলীপ মজুমদারের 'রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি' (১৯৮২), স্বপন মজুমদার সংকলিত 'রবীন্দ্র গ্রন্থসূচি : প্রথম খন্ড : প্রথম পর্ব' (১৩৯৫ব) বইগুলিও মনে রাখার মতো। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা : সটিক রচনাপঞ্জি' গ্রন্থটির কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার এই কারণে যে, এই বইতে তিনি যেভাবে 'দেশ' পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে বিন্যস্ত করেছেন, বিশেষ করে রবীন্দ্রগ্রন্থ সমালোচনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ কালানুক্রমিক ভাবে তুলে ধরেছেন, একটা বিশেষ ধরণের গ্রন্থপঞ্জি হিসাবেই ওই অংশটুকুকে চিহ্নিত করা যায়। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ৬০ বছরে রবীন্দ্র চর্চার যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে তারই তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থটি। সমগ্র পরিকল্পনাকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করে যে ভাবে তিনি তথ্য পরিবেশন করেছেন দেখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রথমে রয়েছে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ তালিকা, তারপর যথাক্রমে রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্র পত্রাবলীর তালিকা, রবীন্দ্রবিষয়ক কবিতার তালিকা, রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ তালিকা এবং সবশেষে রবীন্দ্রবিষয়ক সমালোচিত গ্রন্থের তালিকা। বইটি দেখতে দেখতে এই ভাবনা বার বার ঘুরে ফিরে আসে— এই পত্রিকা কতোজনে কতোভবে তো দেখেছেন, কিন্তু কতোজন আর ভেবেছেন এমন একটি পত্রিক থেকেও রবীন্দ্রতথ্য সংকলিত করে এমন একটি আকর গ্রন্থ নির্মাণ করা সম্ভব। এসব দেখে মনে হয় গ্রন্থপঞ্জির আরো কতো বিচিত্র উপাদান কতোভাবে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে আমাদেরই আশেপাশে, যা দেখে হয়তো আরো কিছু মানুষ এগিয়ে আসবেন রবীন্দ্র তথ্য সংকলনে।

রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি সংকলনে নারীদের অবদান

নারীরা কোন কাজে একবার সংকল্পবদ্ধ হলে তাতে একটু সমর্থন ও উৎসাহ যদি যোগানো যায় তবে তারা অসাধ্য সাধনও করতে পারেন। সে প্রমানও তারা বহুবার দিয়েছেন। বাঙালি নারীরাও পিছিয়ে থাকেন নি। রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনেও তাঁদের দেখা গেছে উজ্জ্বল ভূমিকায়। আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু গ্রন্থপঞ্জি। ইতোমধ্যে সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী পাল সংকলিত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জিগুলি পাঠকের দরবারে সুনাম কুড়িয়েছে। আরো অনেকে এই সব কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।

রবীন্দ্র রচনার ইংরেজি অনুবাদ কবে থেকে শুরু হয়েছে বা কবি কখন এই কাজে হাত দিয়েছিলেন, কোন কোন রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল— এসব নিয়ে সাহিত্যানুরাগী ও রবীন্দ্রপ্রেমীদের প্রবল আগ্রহ দেখে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পত্নী সুধাময়ীদেবী রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদসূচি সংকলনের কাজে হাত দেন সত্তরের দশকে। এটা ছিল একটি সাহসী পদক্ষেপ এবং একই সঙ্গে ঐতিহাসিকও। ঐতিহাসিক একারণেই যে তিনিই

প্রথম নারী যিনি একটু ভিন্নধর্মী রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনে এগিয়ে এসে আরো অনেকের সাহস ও বল-ভরসার কারণ হয়েছিলেন। কাজও করেছিলেন খুঁটিয়ে, অনেক সময় ও শ্রমের বিনিময়ে। পরে শান্তিনিকেতন থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সেই 'রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদ সূচি' প্রকাশিত হয় দু'খন্ডে। একেবারে গোড়া থেকে পাঠকের কথা মাথায় রেখে তথ্যের বিন্যাস ও উপস্থাপনার দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সুধাময়ীদেবী। প্রথমে কালানুক্রমিক পর্যায়ে কবির বাংলা গ্রন্থগুলিকে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের যে যে কবিতার অনুবাদ হয়েছে তাদের নাম বা প্রথম পঙক্তি উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে ইংরাজি অনুবাদের নাম ও প্রথম পঙক্তিও তুলে ধরেছেন। তৎসহ যুক্ত করেছেন অনুবাদক ও অনূদিত গ্রন্থের নাম। দ্বিতীয় খন্ডে (১৯৭৮) রয়েছে ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভাষণ সংক্রান্ত ইংরেজি অনুবাদ সূচি। এর সাথে সাথে আনূষঙ্গিকভাবে ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রবন্ধ ও ভাষণ এবং রবীন্দ্রজীবন ও বাণীবিষয়ক অন্যান্য লেখকের ইংরেজি গ্রন্থাবলীর তালিকাও তিনি যুক্ত করে দিয়েছেন। পরে প্রায় একই ধরণের কাজ অনেকটা গুছিয়ে করেন মীরা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সংকলিত গ্রন্থের নাম 'রবীন্দ্র রচনার ইংরেজি অনুবাদ ইতিবৃত্ত' যা যথাক্রমে ১৯৯০, ১৯৯৪ ও ২০০০সালে তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খন্ডে গীতাঞ্জলির অনুবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পাশাপাশি রবীন্দ্র সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ ধারার কালানুক্রমিক ইতিহাস, অনুবাদ ভঙ্গি, রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদের পাঠান্তর ও রূপান্তর, অনুবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে রবীন্দ্ররচনারূপে গ্রথিত এবং গৃহীত বিষয়বস্তু— বাংলা ব্রজ ও হিন্দি ভাষা থেকে রবীন্দ্রনাথ যা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এবং অপরাপর ব্যক্তি কর্তৃক রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদ যা হয়েছে তার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রদত্ত হয়েছে। আভিধানিক রীতি অনুসৃত এই খন্ডের প্রথম অংশে রয়েছে কবিতা ও গান ও দ্বিতীয় অংশে রয়েছে উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ। শেষ খন্ডে রয়েছে রবীন্দ্র রচনার ইংরেজি অনুদিত কবিতা, গান ও গদ্য রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচি।

সুধাময়ীদেবী বা মীরা দেবীদের এই সব কাজ দেখে অবাক হতে হয় শুধু তাঁদের বিশাল আয়োজন দেখে নয়। বা শ্রমসাধ্য কাজ বেছে নিয়েছেন বলে নয়। বিষয় নির্বাচনটাই ভাবিয়ে তোলার মতো। তাছাড়াও একটা সংকল্পকে বছরের পর বছর নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখে শত অসুবিধার মধ্যেও তাঁরা যেভাবে কাজ করে গেছেন সেটাও কম শিক্ষনীয় নয়।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে রবীন্দ্রবিষয়ক যেসব কাজ হচ্ছে তার সঙ্গেও অনেকে যুক্ত আছেন। এখান থেকে প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র গ্রন্থ : কালানুক্রমিক সূচি'র প্রকাশ ঘটে ১৯৮৪ সালে। তারপর কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে মৌসুমী পালের 'রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চা : গ্রন্থপঞ্জি বেরোল ২০০০ সালে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পরবর্তী দশক থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা-চিন্তা-গবেষণার অনুকূলে প্রাপ্ত, জ্ঞাত, সংরক্ষিত, প্রকাশিত, পরিচিত-অপরিচিত, প্রায়বিস্মৃত ইত্যাদি যাবতীয় মুদ্রিত উপকরন যথাসম্ভব সংকলিত হয়েছে এই পঞ্জিতে। পঞ্জিটির প্রথম ভাগে রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে সংকলিত গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ তালিকা। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে লিখিত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের তালিকা যা কোন না কোন পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব প্রয়াস দেখলে মনে হয় আরো কতোভাবে রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনের ক্ষেত্র কর্ষিত হবে কে জানে!

চাই আরো নতুন নতুন গ্রন্থপঞ্জি

সবটা নিয়ে একত্রে ভাবলে আশা জাগে, এই বিশ্বাস গভীর হয়, প্রভাতবাবু, পুলিনবাবুরা যে পথে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রচর্চার পথ প্রশস্ত করে যাওয়ার যে আয়োজন নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, সে আয়োজন ব্যর্থ হওয়ার নয়। আজো কিছু মানুষ আছেন, কতো ভাবে রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনের ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করছেন— তাঁদের কথা, তাঁদের ভাবনা ও তাঁদের কাজ নিয়ে কে কি ভাবলো না ভাবলো— সে সব উপেক্ষা করে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন— এটাই আমাদের গর্বের কথা, আশার কথা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় পুলিনবিহারী সেনের যোগ্য উত্তরাধিকারী শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের কথা। তিনি তাঁর 'লেখাজোখার কারখানাতে' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—

ইংরেজি সাহিত্যে শেকসপিয়রকে নিখুঁত করার জন্য প্রায় চারশো বছর পরেও বিদগ্ধ গবেষকরা অতন্দ্র প্রহরায় আছেন এবং এই গবেষণা প্রয়াস একদিনে গড়ে ওঠেনি।

ধীরে ধীরে একশো বছরের উপর সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকের সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। ইংরেজি সাহিত্যে শেকসপিয়র যা পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যাশা করতে পারেন বইকী। তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

সেই ক্ষেত্র রচনার কাজটা হয়ে চলেছে কবির জীবদ্দশা থেকে। কিন্তু রবীন্দ্রসম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজ সেভাবে পল্লবিত হয়ে উঠলো কোথায়? যা হয়েছে তার সবই প্রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশকদের বদান্যতায়। পুলিনবাবু সংকলিত গ্রন্থপঞ্জি যদি পাঁচ বছরে মাত্র একশো চল্লিশ কপি বিক্রি হয় তাহলে প্রকাশকরাও বা এগিয়ে আসবে কেন? ফলে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দরকার। কিন্তু সে উদ্যোগ প্রায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো বিভিন্ন ধরণের গবেষনা পরিচালনার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে পারে। সেখান থেকেও তো একটা যথা সম্ভব ব্যাপক-বিস্তৃত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনের আয়োজন করা যেতে পারতো। এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তুলে ধরা যেতে পারে সেই 'পথপ্রদর্শক' নিবন্ধ থেকে। তিনি লিখেছেন—

'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। তার পর থেকে ১৯৮৪ সালে মৃত্যু পর্যন্ত পুলিনবাবু প্রথম খন্ডের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন এবং পরবর্তী খন্ডের পান্ডুলিপি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত আর কোনো খন্ড প্রকাশিত হয় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁদের কোনো উদ্যোগ নেই। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ যে আগ্রহ করে পরবর্তী খন্ডগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করবে তারও কোনো উদ্যম এ পর্যন্ত দেখা যায় নি। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে হুমায়ুন কবীর বেশ কতকগুলি রবীন্দ্র-অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই-সব পদে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁরা এবং অন্যান্য বহু লেখক রবীন্দ্র-রচনার নানা দিক নিয়ে বই লিখেছেন কিন্তু পাঠক ও গবেষকের জন্য অত্যাবশ্যক রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সম্পূর্ণ করতে কেউ এগিয়ে আসেন নি। তাঁদের সামনে পুলিনবাবুর গ্রন্থপঞ্জিটি পথ-নির্দেশক হিসাবে রয়েছে। ঐতিহাসিক গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ বলেই কি কেউ এগিয়ে আসছেন না?

হয়তো তাই। আবার অন্য কারণও থাকতে পারে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ও তার বাইরেও যাঁরা রবীন্দ্র-গবেষণা অথবা অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত তাঁরাই এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন। তবে আজ পর্যন্ত যত রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে তাতেই সমগ্র রবীন্দ্র-সৃষ্টিকে ধারণ করা গেছে,আর রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করা সম্ভব নয়, ব্যপারটা এরকম নয়। গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের অনেকটাই নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির উপর। কী ভাবে দেখা হবে— সমগ্রকে না খন্ডকে, কোন প্রেক্ষাপটে দেখা হবে, সমাজ কী ভাবছে, পাঠক কী চায়, তার কতটুকু ব্যক্ত আর কতটুকু অব্যক্ত,প্রকাশকরা কী ভাবছেন, আগে কী ধরণের কাজ হয়েছে, তার অসম্পূর্ণতাগুলোই বা কী— এই সব কিছুর উপর নির্ভর করে গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের অভিমুখ। তবে গ্রন্থপঞ্জি সংকলিত হলেই হয় না, তার যথাযোগ্য ব্যবহারও দরকার। দরকার তার প্রচারও। প্রকৃত গবেষকদের মধ্যে অবশ্য গ্রন্থপঞ্জির ব্যবহার ও গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কিত সচেতনতা আগেও ছিল, এখনো আছে। তবে তার প্রসার ঘটেনি যথাযথ। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে প্রথামাফিক এম ফিল বা পি এইচ ডি'র মতো গবেষণায় নিয়োজিত তাঁরা প্রত্যেকেই কমবেশি গ্রন্থপঞ্জি ব্যবহার করেন, গবেষণা পত্রের শেষে তাঁদের একটি গ্রন্থ তালিকাও জুড়ে দিতে হয়। যদি প্রত্যেকেই গ্রন্থপঞ্জিগুলির সৃজনশীল ব্যবহারে সমর্থ হয়ে উঠতে পারেন তবে শুধু গবেষণার মান উন্নত হবে তা নয়, পরবর্তীকালে তাঁরাই গ্রন্থপঞ্জির নানা দিক, তার রকমফের, তার সংকলন কৌশল এবং তার প্রয়োজনীয়তার বিবিধ দিক উন্মোচন করে গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও গ্রন্থপঞ্জির যথাযথ ব্যবহারে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারবেন। এমনকি গ্রন্থপঞ্জি নিয়ে চর্চা অনুশীলন ও ব্যবহারে ও এযাবৎ প্রকাশিত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জিগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবেন। পাশাপাশি গ্রন্থপঞ্জির মতো শ্রমসাধ্য কাজ বেছে নিতে তাহলে আরো অনেকেই আগ্রহী হবেন। এক্ষেত্রে গবেষক-নির্দেশক ও গবেষণাগার-গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বও কম নয়। তাঁরাও তো পাঠকদের গ্রন্থপঞ্জি ব্যবহারের প্রাথমিক পাঠ দেন, বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জি হাতে তুলে তার সংকলন কৌশল বুঝিয়ে দেন, কোথায় কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে তার খবর দেন। আবার বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জি সংকলনেও ভূমিকা পালন করেন। তবুও মাঝে মাঝে মনে হয় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষ

থেকেও কি একটা রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনের উদ্যোগ নেওয়া অসম্ভব ছিলো? সারা রাজ্যে কতো হাজার গ্রন্থাগার রয়েছে। তার প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারেই রয়ে গেছে রবীন্দ্র-বিষয়ক বই। কোন গ্রন্থাগারে কতো এই ধরণের বই আছে তার একটি তালিকা তৈরি করে, তার একটা সম্মিলিত রূপ যদি দিতে পারতেন প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীরা, তাহলে একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতে পারতো! তাহলে সম্মিলিত রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি নিয়ে শুধু নয়, বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কেও অনেকের মনোযোগ সঞ্চারিত হতো। সমসাময়িক ও আগামীদিনের রবীন্দ্রগবেষক যাঁরা তাঁর সমগ্র সত্তা না হোক, ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অন্তরকাহিনী লিখবেন, অন্তত তাঁদের কথা ভেবেই তো দরকার ছিল রবীন্দ্র-তথ্যাবলীর সংগ্রহ, বিচার ও রীতিবদ্ধ বিন্যাসের! ইতোমধ্যে সুবর্ণ দাস, মুনমুন গোস্বামী, প্রভাতকুমার দাস এবং আরো অনেকে রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনের কাজ করছেন বা করে চলেছেন। এছাড়াও কেউ চলচ্চিত্র পঞ্জি করছেন, কেউবা নাট্যপঞ্জি, কেউ ব্যস্ত আছেন রবীন্দ্র পত্রাবলীর পঞ্জি সংকলনে, আশা করা যায় তাঁদের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে এবং নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা এই সব পঞ্জি সংকলনের আয়োজন করবেন ভবিষ্যত ও সমসাময়িক প্রয়োজনের কথা ভেবে। রবীন্দ্রজন্মের ১৫০তম বর্ষপূর্তিও পেরিয়ে গেছে বহু দিন আগে। সেই সময়ে না হোক আগামী দিনে নিশ্চয়ই কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একটি পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনে এগিয়ে আসবেন এই আশা করা যায়।

।। প্রকাশিত হয়েছে।।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

(আদিমকাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত)

কালানুক্রমিক ধারাবিবরণী

সংকলক ঃ রামকৃষ্ণ সাহা

পরিবেশক ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর কাউন্টারে বইটি পাওয়া যাচ্ছে।

মূল্য ঃ ৬৫০/-

।। সদ্য প্রকাশিত।।

Evolution of Resource Description

Ratna Bandopadhyay

Publisher : Bengal Library Association

Price : Rs. 380.00

চিঠিপত্র

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা-১৪

মহাশয়,

রামনাথ বিশ্বাস (১৮৯৪-১৯৫৫) ১৯৩১ সালে এই বিশ্বের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বিশ্ব পরিক্রমা শুরু করেছিলেন। সাইকেলকে বাহন করে রবীন্দ্রনাথের বইকে সঙ্গী করে দুর্বার পথে ছিল যাত্রা। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বাপদসংকুল, দুষ্কৃতকারীদের সামনে পড়ে তাঁকে যখন প্রশ্ন করেছিল কোথা থেকে আসছেন? তিনি বলেছিলেন 'ল্যাণ্ড অভ টেগোর' প্রমাণ হিসেবে সঙ্গে রাখা সঙ অফারিংস (গীতাঞ্জলি) বইটা দেখিয়েছিলেন। জীবনচর্যায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া ভাবতে পারতেন না।

মলয় রায় পেশায় ব্যাংক কর্মচারী হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ নিয়েছিলেন। গ্রন্থাগার পত্রিকার পাতায় দেশ বিদেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানের গ্রন্থাগারের হাল হকিকত উপস্থিত করেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে অনেকেই বিদেশ ভ্রমণ করেন কিন্তু মলয় রায় নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী ছাত্র। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠক ও সভাপতি মুণীন্দ্র দেব রায় (১৮৭৪-১৯৭৫) ১৯৩৬-৩৭ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে এসে লিখেছিলেন 'দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার'। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শিক্ষণ মালার প্রকাশনা হিসেবে শিক্ষার্থীদের জীবনে স্থান করে নিয়েছিল।

মলয় রায় সাম্প্রতিক লেখায় (গ্রন্থাগার, ভাদ্র-আশ্বিন, সংখ্যা ৫-৬, ২০২৪) বিদেশের বেশ কিছু গ্রন্থাগারের তথ্য চিত্র উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এই সব গ্রন্থাগারের জাদুঘর সম্পর্কে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সব গ্রন্থাগারের সঙ্গেই জাদুঘর বা আঞ্চলিক সংগ্রহালয় থাকত। এভাবেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লাইব্রেরি অভ কংগ্রেস, ন্যাশনাল লাইব্রেরি অভ চায়না, নেওয়ার্ক পাবলিক লাইব্রেরি, নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি প্রভৃতি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার আগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠকরাও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষ সংগ্রহালয় গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। বাস্তবায়িত হয়নি। এমন কি গ্রন্থাগার ও একশ বছরে এসে তৈরি হলনা। কলকাতার বাইরে মেদিনীপুরে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৩৮ এর ১৯ ও ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্যোগী ছিলেন মেদিনীপুরের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেন। তিনি যে জেলাতেই গিয়েছেন জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে জাদুঘর তৈরি করেছিলেন। অবসরের আগে মালদহ জেলায় দীর্ঘদিন ছিলেন — এই সুবাদে মালদহ জেলা গ্রন্থাগার ও সংগ্রহালয় গড়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল বি. আর. সেন মেমোরিয়াল লাইব্রেরি অ্যাণ্ড মিউজিয়াম।' এখন সবই অতীত। ইতিহাসকে আমরা মান্যতা দিইনা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশিক্ষিত প্রশাসকরা মিউজিয়াম বন্ধ করে দিয়েছে। হাওড়ার 'সবুজ গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিক মানব দত্ত তাঁর গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষা নিয়েই হাওড়ার 'মন্দির-স্থাপত্য' বিষয়ে সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন তারও আজ অস্তিত্ব নেই। গ্রন্থাগারিকরা বৃত্তির অস্তিত্বের জন্য যতই বহুদর্শী ভাবনার আলপনা গবেষণা পত্রে ও উত্তর পত্রে রাখুক বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কোন সদর্থক প্রচেষ্টা নেই। বিদ্যানগর, বালি এই সব গ্রন্থাগারের প্রচেষ্টা কাঠবেড়ালির 'বালির বাঁধ' তৈরির মত।

মলয় রায়-এর লেখায় তথ্যগত কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসের বর্তমান গ্রন্থাগারিক কার্লা ডায়ানা হেডেন। তিনিই প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা গ্রন্থাগারিক। তাঁর আগে যাঁরা গ্রন্থাগারিক ছিলেন কেউই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। জেমস এইচ বিলিংটন ২০১৫ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন। হেইডেন শিকাগো, মেরিল্যাণ্ড সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিক-নির্বাচকরা যা ভাবনার মধ্যে আনতে পারেন না। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিক নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের স্থান হয়না — রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিকরাই মাথা।

লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে 'কবিতাকে' বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার শুরু আর্চিবল্ড ম্যাকলি শ-এর (১৯৩৯-৪৪) গ্রন্থাগারিক হওয়ার পরে। তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ও বিদ্যাবত্তার জন্যই রুজভেল্ট তাঁকে গ্রন্থাগারিক হওয়ার পরে। তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ও বিদ্যাবত্তার জন্যই রুজভেল্ট তাঁকে গ্রন্থাগারিক নির্বাচন করেছিলেন। পরিশেষে, পরিষদের শতবর্ষের প্রাক্কালে 'মলয় রায়'-এর প্রবন্ধগুচ্ছ সচিত্র প্রকাশ করলে পরিষদ প্রকাশনা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হবে — এই আবেদন রইল।

শান্তিরাম পাঠক (২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উদযাপনের প্রথম পর্ব ঃ একটি প্রতিবেদন

নিতাই শ*

বঙ্গীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার পরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ পরিচালনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১০০ বছর পদার্পণ, ৬৯তম গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে তিন দিনের এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সহযোগিতায় ছিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ। যেখানে প্রথম দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় রাজ্যপাল ড: সি ভি আনন্দ বোস, পোস্টমাস্টার জেনারেল পশ্চিমবঙ্গ বিভাগের অশোক কুমার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড: শান্তা দত্ত দে, রেজিস্টার অধ্যাপক দেবাশীষ দাস এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড: জয়দীপ চন্দ। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে ড: জয়দীপ চন্দ বলেন, পরিষদের ১০০ বছরের পথ চলায় যে সকল পথপ্রদর্শক, বন্ধু, সমাজসেবী, গ্রন্থপ্রেমী মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিষদের প্রথম সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধারণ সম্পাদক সুশীল কুমার ঘোষ এবং তিনকড়ি দত্ত, মুনিন্দ্র চন্দ্র দেবরায়, নীহার রঞ্জন রায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জে এ চ্যাপম্যান, ড: এস আর রঙ্গনাথন, কে এম আসাদুল্লাহ, ফনী ভূষণ রায় সহ যে সমস্ত বিশিষ্ট মানুষজন যুক্ত ছিলেন তাঁদের স্মরণ করেন। পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার বলেন ১০০ বছর এই সংগঠনের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের কথা যারা এই পরিষদকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উপাচার্য শান্তা দত্ত দে বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১০০ বছর যুক্ত হতে পেরে খুবই গৌরবান্বিত এবং তার সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা গণ ও জ্ঞাপন বিভাগের ৭৫ বছর বর্ষ উদ্‌যাপনে যুক্ত হতে পেরে খুবই গৌরবান্বিত এবং তার সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের ৭৫ বছর বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যেও আমরা এই অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে খুবই আনন্দিত। রেজিস্ট্রার দেবাশীষ দাস বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের যে সার্টিফিকেট কোর্স প্রথম দিকে এই ক্যাম্পাসেই পরিচালিত হতো এবং এখানেই প্রথম দিকে তাদের পথ চলা শুরু শুনে খুবই আনন্দিত হন এবং গর্ব অনুভব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেষ পর্বে মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস উদ্বোধক হিসেবে তার ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘‘চিত্ত যেথা ভয় শূণ্য উচ্চ যেথা শির’’ এই বাণীকে উদ্ধৃত করে পরিষদের বর্তমান কর্মকর্তাদের অতীতকে ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্য নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বের পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ স্মরণিকা, গ্রন্থাগার পত্রিকার পৌষ ১৪৩১ সংখ্যা এবং অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পরিষদের প্রথম সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র সম্মিলিত ২০২৫ বর্ষের এক সুন্দর ক্যালেন্ডার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি পবিত্র কুমার সরকার।

অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের প্রায় পাঁচশতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনের বিভিন্ন একাডেমিক বক্তব্য এবং সম্মেলনের পর শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় এখানে বিশিষ্ট রবীন্দ্র শিল্পী তারা সংগীত পরিবেশন এবং রবীন্দ্রনাথের গীতি আলেখ্য উপস্থাপনা করেন।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের মূল বিষয় ছিল: রোল অফ লাইব্রেরি এসোসিয়েশন ইন লাইব্রেরি মুভমেন্ট ইন দা কান্ট্রি ও মিডিয়া এণ্ড ইনফরমেশন লিটারেসি চ্যালেঞ্জ এণ্ড প্রসপেক্ট এই বিষয়ে বক্তব্যে বিভিন্ন সেশনে ৯৫টা প্রবন্ধ-এর উপর বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, গবেষক, অধ্যাপকরা বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সঞ্চালনা করেন শ্রীমতি রিনি বিশ্বাস এবং তিন দিনের এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের বিভিন্ন পর্বে অনুষ্ঠানের সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণ জ্ঞাপন বিভাগের প্রধান, আর্টস ফ্যাকাল্টির সেক্রেটারি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক পীযূষ কান্তি পাণিগ্রাহী। সমস্ত বিষয়ের সেশন পর্বের শেষে এক সংকলিত বই প্রায় সাড়ে ৬০০ পাতা সম্মিলিত এক সংকলন প্রকাশ করেন গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক কৃষ্ণপদ

* দূরভাষ - ৯৬৭৪০ ২২০৩৪

মজুমদার। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সমস্ত অংশগ্রহণকারী এবং প্রবন্ধ পাঠকারীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। এই পর্বে সমগ্র অনুষ্ঠানের সুসঙ্ঘবদ্ধ এক প্রতিবেদন পেশ করেন অধ্যাপিকা পূবালী ভট্টাচার্য ও বিথী রায়। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির উপ গ্রন্থাগারকি ড: দেবব্রত মান্না। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপিকা ড: রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্যে, বর্তমান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা এবং আগামী দিনের চলার পথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নয়নকল্পে সকলকে নিয়ে গ্রন্থাগার পরিষদের যে পরিকল্পনা এবং তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের গ্রন্থাগারমুখী করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় উপাদান এর মাধ্যমে তাদের পরিষেবা প্রদান বাড়ানো যায় এবং তাদেরকেও সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে সৃষ্টিশীল সমাজ গঠরেন ক্ষেত্রে তাদের যে সৃষ্টিশীল মানসিকতা তাকে জারিত করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিচালক এবং গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গ্রন্থাগারমুখী করে তাদের কিভাবে পাঠভ্যাস বা পাঠস্পৃহা বাড়ানো যায় যে বিষয়েও দিক নির্দেশিত করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে সমবেত জাতীয় সংগীত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির ফেসবুক লাইভ সম্প্রচারিত হয়েছিল।

জ্যোতি বসু কেন জ্যোতি বসু

প্রদোষ কুমার বাগচী

১ম খণ্ড ঃ ১৯১৪-১৯৫৩

প্রকাশক - একুশ শতক। **মূল্য-৬০০ টাকা**

।। সদ্য প্রকাশিত।।

‘‘গ্রন্থাগার’’ পত্রিকা সম্মিলিত সূচি

ড. অসিতাভ দাশ এবং ড. স্বগুণা দত্ত

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

শতবর্ষে ফিরে দেখা

(দ্বিতীয় কিস্তি)

(২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে'র শতবর্ষ পূর্ণ হবে। বিগত দিনগুলিতে পরিষদ কিভাবে কাজ করেছে সে কথা মানুষ জানতে আগ্রহী। আমরাও মনে করি, সামনের দিকে এগোতে হলে ইতিহাসের দিকেও ফিরে তাকাতে হয়, তাই সারা বছর ধরে পরপর কয়েকটি সংখ্যায় আমরা পূর্বে প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা থেকেই পরিষদের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ ও ঘটনা তুলে ধরব। বানান ও উপস্থাপনা অপরিবর্তিত রইল।)

গ্রন্থাগার

আমাদের কথা

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশের জন্য পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে যে সকল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপক বাণী প্রেরিত হইয়াছে তাহার জন্য 'গ্রন্থাগারের' মারফৎ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। জনসমাজের সেবাই 'গ্রন্থাগারের' আদর্শ। সে কারণ জনপ্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন 'গ্রন্থাগারে'র কর্মীদের মনে নিঃসংশয়ে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে।

* * *

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার একখানি বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্রে কলেজ গ্রন্থাগারের সুব্যবস্থার অভাবের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জনৈক ভদ্রলোক এক পত্র প্রেরণ করেন এবং ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাও হয়। এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই। গ্রন্থাগারকে কলেজের এক অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ স্বীকৃতিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিবার চেষ্টা করা হইতেছে বলিয়া দেখা যায় না। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। শিক্ষায়তন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন গ্রন্থাগার-তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে সমর্থনীয়। শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারসমূহ একই ধারা ও পদ্ধতিতে পরিচালিত হইলে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হইলে গ্রন্থাগারসমূহ এবং উহাদের কর্মী ও পাঠক সকলেরই উপকার হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজসমূহ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা এবং তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সেরূপ একজন গ্রন্থাগার-তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা সঙ্গত ও প্রয়োজন। অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে না পারিলে রাজ্য সরকারের তহবিল হইতে এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের পথ যত প্রশস্ত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পক্ষান্তরে উহার সঙ্কোচসাধন কখনই কাম্য নহে। আমাদের দেশের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে পুস্তক ও পত্রিকাদির উপর বিক্রয় কর ধার্য করার ফল শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির পক্ষে কখনই শুভ হইতে পারে না। ইহা বিবেচনা করিয়া রাজ্য সরকার এ বিষয়ে যথাকর্তব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে জনমত তাঁহাদের অজানা নাই। কাজেই রাজ্য সরকার জনমতের অনুকূলে পুস্তকাদির উপর বিক্রয় কর ধার্য করিবার প্রথা শীঘ্র উঠাইয়া লইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

* * *

কিছুদিন পূর্ব্বে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে 'মুনীন্দ্রদেব' স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। একসময় ছিল যখন বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন বলিতে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়মহাশয় এবং কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়মহাশয় বলিতে গ্রন্থাগার আন্দোলন বুঝাইত। অনিশ্চিত এবং হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে মুনীন্দ্র দেব কোনদিনই পশ্চাৎপদ হন নাই। এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিদেশে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ একাকী পরিভ্রমণ করিবার ক্লেশ সানন্দে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। গ্রন্থাগারের উন্নতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলন পোষণের নিমিত্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে ঐ পরিষদে তাঁহার কার্যকলাপ সর্বজনবিদিত ছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে গ্রন্থাগার সম্পর্কে অর্থ মঞ্জুর করিবার অধিকার আইনদ্বারা স্বীকৃত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় কর্মসূত্রে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় কালক্রমে অকৃত্রিম মধুর ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে 'মানুষের মত মানুষ' হিসাবে জানিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। তিনি আজ জীবিত থাকিলে গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর সুধী কেহ হইতেন না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী ও বন্ধু বান্ধবদের পক্ষ হইতে আমরা পরলোকগত রায় মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থাগারের বর্তমান সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি বহুদিন পূর্বে সমাপ্ত হইলেও আমাদের আয়ত্তাতীত কোন অনিবার্য কারণে ইহা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

পরিষদ কথা

৫৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

তারিখঃ ২১-২৩ মার্চ, ২০২৫

স্থানঃ যদুভট্ট মঞ্চ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

প্রবন্ধ জমা দেওয়া নিয়মাবলী

ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ও বিভাগ সমূহের সম্পর্কিত যেকোন এক বা একাধিক বিষয়ের উপরে প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ও বিভাগ সমূহ হলঃ

মূল আলোচ্য বিষয় — শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে সমন্বয়সাধন

বিভাগ সমূহঃ

ক) গ্রন্থাগার সম্পদের যৌথ ব্যবহারঃ গ্রন্থাগারের বইপত্র, ডাটাবেস, ই-জার্নাল, অন্য ডিজিটাল তথ্য সম্পদ এবং বিশেষ সংগ্রহে যৌথ অধিগম্যতা (অ্যাক্সেস)। ব্যবহারকারীদের তথ্য ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা অধিক উপলব্ধ করতে আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ পরিষেবা। সহযোগী সেবার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ।

খ) গ্রন্থাগারগুলোর যৌথ কার্যক্রম এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর যৌথ প্রয়াসঃ শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের শিক্ষার্থী ও পাঠকদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে পারস্পরিক সুযোগাদন। জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা। শিক্ষায়তন ও সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠকদের তথা আপামর জনসাধারণের জন্য শিক্ষামূলক কর্মশালা এবং সাক্ষরতা কর্মসূচি রূপান্তরে সহায়ত দান। বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতা, বই ক্লাব বা প্রদর্শনী যৌথভাবে সংগঠিত করা। তথ্য সম্পদ ব্যবহারে ভাষাগত সীমাবদ্ধতা এবং সমাধানের উপায়।

গ) স্থান ও প্রযুক্তির যৌথ ব্যবহারঃ প্রযুক্তি পরীক্ষাগার, অধ্যয়ন স্থান, এবং সভাকক্ষ প্রভৃতির যৌথ ব্যবহার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেকারস্পেস, অথবা ডিজিটাল রিপোজিটরির মতো প্রযুক্তিতে যৌথ বিনিয়োগ।

ঘ) কর্মী সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণঃ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কাজে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের আন্তঃগ্রন্থাগার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং এই সংক্রান্ত যৌথ সম্মেলন সংগঠন। যৌথ প্রশিক্ষণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গ্রন্থাগার পেশাজীবী সমিতি এবং গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা।

ঙ) আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রটোকল, চ্যালেঞ্জ ও উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলাঃ ভিন্ন উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার, কাঠামোগত পার্থক্য, নীতিগত বাধা, আর্থিক সম্বল এবং স্থায়িত্ব সমস্যাগুলি মোকাবিলা করা। সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি (Licensing) এবং অধিগম্যতা সম্পর্কিত সমস্যা। ভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহারকারীর চাহিদা এবং প্রত্যাশার মধ্যে পার্থক্য। সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার ফলে কর্মীদের অতিরিক্ত দায়িত্বের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা।

চ) সমবায় অধিগ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রদর্শন (Cooperative Acquisition, Processing and Display)।

ছ) প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনঃ নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা এবং ব্যবহারকারীদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রযুক্তিগত সম্পদের যৌথ ব্যবহার এবং যৌথ বর্গীকরণ ও সূচিকরণ। লাইব্রেরি কনসর্টিয়াম গঠন।

জ) বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সাধারণ গ্রন্থাগারঃ দূরশিক্ষণের জন্য বিতরণকৃত শেখার কেন্দ্র হিসেবে সাধারণ গ্রন্থাগার, এনইপি ২০২০ এবং সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, ওএনওএস (এক দেশ এক চাঁদা) এবং সাধারণ গ্রন্থাগার। গবেষণার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সম্ভাবনা।

ঝ) গ্রন্থাগার প্রচার এবং এই সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণঃ এই জাতীয় আন্তঃগ্রন্থাগার সম্পর্কের সমর্থনে এবং

সহযোগিতা বজায় রাখতে যথাযথ নীতি প্রণয়ন এবং জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে অনবরত কাজ করা।

আলোচ্য বিষয়-২ — বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলি

বিভাগ সমূহঃ

ক) আর্থিক বিষয়সমূহঃ সরকারি, সরকার পোষিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য দীর্ঘস্থায়ী আয়ের মডেল অনুসন্ধান করা, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে সম্পদের সামঞ্জস্য বজায় রেখে আয়ের পথ অনুসন্ধান এবং বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

খ) কর্মী সমস্যাঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগার কর্মী কাঠামো মডেল প্রণয়ন/উন্নয়ন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে অন্যান্য বৃত্তিকুশলী পেশাদার ব্যক্তিদের ন্যায় পদোন্নতির সুযোগ লাভ। সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্ভিস রুলস লাগু করা। কর্মক্ষেত্রে হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

গ) গ্রন্থাগারের ধরন ও তাদের আলাদা চাহিদা — জাতীয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয়, বিশেষ এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যক্রম। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পৃথক ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ।

ঘ) গ্রন্থাগার কর্মীদের পেশাগত সমস্যাবলি — প্রশিক্ষণের অভাব এবং পেশাগত দক্ষতার সীমাবদ্ধতা। বেতন, সুযোগ-সুবিধা এবং কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা।

ঙ) প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান — ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাব এবং আধুনিক প্রযুক্তি শেখার সীমাবদ্ধতা। তথ্য ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা।

চ) অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা — বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অভাব। প্রশাসনিক কাটামোর সীমাবদ্ধতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা।

ছ) সচেতনতা এবং পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ — পাঠকদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। নতুন প্রজন্মের পাঠকদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার কৌশল।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

আলোচ্য বিষয় বা বিভিন্ন বিভাগের উপরে আলোচনা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে ৪-৬ পাতার মধ্যে (A-4 পাতা) কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রবন্ধ পাঠানোর শেষ তারিখ আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। প্রেরিত প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধটি আর কোথাও মুদ্রিত হয়নি বা মুদ্রণের জন্য পাঠনো হয়নি এবং মুদ্রিত লেখাটির কপিরাইট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই মর্মে পরিষদের কর্মসচিবকে একটি চিঠি দিতে হবে। প্রবন্ধটি সফ্‌ট কপি (চারিদিকে ১" মার্জিন দিয়ে) কালপুরুষ ফন্টে টাইপ করে ওয়ার্ড ফাইলে পাঠাতে হবে। লেখা পাঠানোর ই-মেল ঠিকানাঃ blacal.centenary@gmail.com। ফন্টঃ কালপুরুষ, প্রবন্ধের শিরোনামের ফন্টের মাপ ১৬ পয়েন্ট বোল্ড, লেখকের নাম ১৪ পয়েন্ট বোল্ড, লেখকের কর্মস্থলের ঠিকানা, পদের নাম ও পাঠ্যাংশ অংশের ফন্টের মাপ ১৩ পয়েন্ট। প্রবন্ধের সঙ্গে অনধিক ১২০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ পাঠাতে হবে যার ফন্টের মাপ ১২ পয়েন্ট ইটালিক্স। প্রবন্ধের বিভিন্ন বিভাগের শিরোনামের ফন্টের মাপ ১৩ পয়েন্ট বোল্ড। ই-মেলের বিষয় হিসাবেঃ '55th Bengal Library Conference Paper' বা ''৫৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রবন্ধ'' উল্লেখ করতে হবে। **প্রবন্ধ পাঠানোর সময় অবশ্যই সম্মেলনের জন্য নাম নিবন্ধীকরণ করতে হবে এবং প্রবন্ধের সঙ্গে নিবন্ধীকরণের জন্য দেয় অর্থের রসিদ/প্রমাণপত্র পাঠাতে হবে।**

পরিষদ কথা

বনভোজন

পরিষদের ছাত্র সংযোগ উপসমিতির উদ্যোগে ১৬.২.২০২৫, রবি কাঁচরাপাড়ায় ঝিলমিল পার্কে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বনভোজন বা পিকনিক। অনুষ্ঠানস্থল দূরবর্তী হওয়ার কারণে ভ্রমণজনিত ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও ওখানে গিয়ে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আনন্দিত হয়ে ওঠেন ৫০ জন অংশগ্রহণকারীর সকলেই। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, পরিষদের সংগঠন নেতৃত্ব সকলেই গল্প গুজবে এমন মেতে উঠেন যে কখন কয়েকটি ঘন্টা কিভাবে অতিক্রান্ত হয়ে গেল তা বোঝা গেল না। কফি পকোড়া লুচি আলুর দম সহ মধ্যাহ্ন ভোজের পর্যাপ্ত ব্যবস্থায় সকলেই তৃপ্ত। বনভোজনের মাঝে মেয়েদের মিউজিকাল চেয়ার প্রতিযোগিতা এবং ছেলেদের পাসিং দা ব্যাগ। (পাসিং দা বলের অনুকরণে) খেলায় পুরস্কৃত হন সমিতা বিশ্বাস, ড. জয়দীপ চন্দ, শমীক বর্মন রায়।

প্রতিবেদক ঃ সঞ্জয় গুহ

জীবনানন্দ স্মরণ

পরিষদের বিধাননগর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলা সাহিত্যের নিভৃত কবি জীবনানন্দের ১২৭ বর্ষ স্মরণ। ‘‘জীবন-চর্চা’’ শীর্ষক ঐ আলোচনা চক্রে তার জীবন ও সাহিত্যের উপর আলোকপাত করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরিমল ঘোষ। জীবনানন্দের সাহিত্য কীর্তির বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা ও পাঠে অংশগ্রহণ করেন রণজিৎ কুমার মুখার্জী, দীপক কুমার সরকার, ঝুনু ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, গিরিজা শংকর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিষদের সভাপতি ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার, কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দ, বরিষ্ঠ নেতৃত্ব অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক ঃ মাধবী রাণী বিজুলী

।। শোক সংবাদ।।

অবসরপ্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক শুকদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। পরিষদের আজীবন সদস্য এবং অবিভক্ত বব্ বর্ধমান জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তার প্রয়াণে পরিষদ গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে।

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 10 Editor : Goutam Goswami Asst. Editor : Shamik Burman Roy January, 2024

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

- **Death of greatman (Editorial), p.3**

  Arun Kumar Roy, one of the vanguards of library movement, passed away on 5th January, 2024. In the context, the editor recounted his several memories with the late, focusing some of his personal traits like an indelible mark of service, abysmal love for books and library, worship of humanism etc. A condolence meeting was scheduled to be held on January 13, 2024 to pay tribute to the pioneer in this respect together.

- **Use of Emojis in Subject heading list preparation: a proposal by Madhurima Das and Snigdha Naskar, p.4-12**

  The overview was on the emerging topic in the present digital sphere to explore the possibility of construction an emoji-based subject heading list of geography, as reflected on the OPAC in KOHA software. Contextually, the relevant discussion covered the points like significance of the study, objective, methodology, analyses, and inferences to understand the subject and practices in this regard.

- **Bengali author name in cataloguing by Joydeep Chanda, p.13-21**

  The article (earlier reported for discussion in an International Conference held on 21.6.2020) dealt with the problems concerning Bengali names of persons for entry in catalogue. Contextually, the discussion concentrated in a comprehensive literature review, personal names with their characteristics, along with various canons, laws, principles in regard to authorship. Finally, it also recorded the solution against the problem after acute examining various databases exist in many learned institutions across the country and outside the country.

- **Association News p.34, p.38**

  Arun Kumar Roy, president of BLA, passed away on 5th January, 2024**.** Articles were being invited for publication in a special issue of the organ 'Granthagar' named after Arun Kumar Roy to pay tribute to him by the Association in this respect.

  BLA was going to be celebrated its 100th anniversary in 20th December, 2024. Articles on BLA were being invited for publication in the special issue of the Association's organ.

- **Library News. p.23-24, p.32-34**

  Revisiting the literary works of Samaresh Basu on his 100th birth anniversary was started by the joint efforts of Dakshini Barta Ptrika and Rambati Siddheswari Yuva Sangha Lbrary. Reported by Basudeb Paul

  A pathachakra was scheduled to be initiated by the organizers of library dedicated to poetry 'Ananda Bhairavi' to mark the auspicious birth of poet Shakti Chattopadhyay (1930-1991) on November 25, 2023 at Sonali Park in

Tollygunge. Reported by Satyabrata Ghoshal

- **Library Workers' News. p.35**

An event of poetry reading session was organised by the joint efforts of WBPLEA, BLA, East Burdwan District Committee and Bharat Sanskriti Utsav Committee on December 11, 2023 at the historic Town Hall of the district. Reported by Basudeb Paul

Tri-Annual General Meeting and Tri-Annual Second State Conference were held at the Island of Gangasagar, South 24 Parganas on December 2-3, 2024.

- **Obituaries, p.31**

Arun Kumar Roy (86), president of BLA, passed away on 5th January 2028. He held several positions of the Bengal Library Association—Joint Secretary, General Secretary, editor of 'Granthagar', teacher in Cert. Lib. Course etc. The Association recalled his unparalleled contributions to the development of library and library movement, and had condoled his demise and termed his death unfillable void to the society.

।। সদ্য প্রকাশিত।।

বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি এবং অন্য এক রবীন্দ্রনাথ

সুকুমার দাস

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ২৭৫.০০ টাকা

।। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।।

গ্রন্থাগার পত্রিকার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগার পত্রিকার বিশেষ সংকলন প্রকাশ পাবে এবং সাথে সাথে পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অন্য আরেকটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ পাবে। পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী সহ সকলের কাছে অনুরোধ করছি এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে এবং অনধিক চার পাতার মধ্যে আপনার লিখিত প্রবন্ধ দুই কপি দ্রুত আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে। একই সাথে আপনার লেখা সফ্ট কপি (কালপুরুষ ১৩ ফন্ট-এ) পরিষদের ইমেলে পাঠিয়ে দেবেন। লেখা মনোনীত হলে তা অবশ্যই প্রকাশ করা হবে।

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 11 Editor : Goutam Goswami Asst Editor : Shamik Burman Roy February, 2024

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

- **The Bengal Library Association: a hundred years old organisation (Editorial), p.3**

  On the 20th of December this year BLA will complete a 100 years. It is undoubtedly a moment of immense pride for all library partners who have been part of this inspiring journey. In the context, the editor traces the history of the old age Association along with its significant role. Contextually, it conveys congratulations to those who are preparing to join in the public library this year as a librarian after a prolonged wait. It concludes with the description of existing ailment situation of public libraries in the state, emphasizing the need for new librarians to take part in the state and central committee in the Association as a part of long live library movement in this respect.

- **Oodi: Helsinki Central Library: eye witness: a special feeling by Debabrata Manna, p.4-12**

  As an efforts aiming to uplift the library profession and professionals, the narrator shares his travel experience on a trip to Europe, Scandinavia--five countries in East Europe (Finland, Estonia, Sweden, Norway and Denmark), presenting an overview of 'Oodi Library' of Helsinki, marked as a most popular civic institution in a true sense. Contextually, the description is recoded highlighting the diverse aspects of the Helsinki Public Library—history, architects, networks and services, putting some relevant questions about management, services and related matters on the public library of West Bengal in this respect.

- **Restructuring of library infrastructure by Shamik Burman Roy, p.13-15**

  The present discourse aims to put focus on the recent status of the infrastructure of public libraries in West Bengal. Highlighting the reasons of apathy towards library, it stresses on the needs of restructure along with proper expansion to upgrade the situation from a deplorable condition in this regard. It concludes with a dream, library for generations, for society and hopes to survive.

- **Dear Ashok by Sudhanshu Sekhar Mukhopadhyay, p.16-18**

  The narrator pays tribute to Ashok Upadhyay, author, editor, compiler and bibliographer focusing his life and works on literary world. Contextually, he puts a description about his honours and awards achieved by him in his literary journey throughout the life.

- **Book review by Asitava Das, p.25-26**

  To mark the occasion of the 75th anniversary of the Nobel receiving, "Prasanga Rabindranath"-a collected essays on the life and works of

Rabindranath was first published by National Library Employees' Association. With the auspicious joint efforts of Transparency Initiative and NLEA, the revised and enlarged edition of the book was published in due course, after a speedy exhaustion of the first. The published volume reflected Tagore's thoughts and ideas about humanism in the light of present unrest affairs in society, country and world in this respect.

➢ **Association News. p. 19-24**

A condolence meeting on the passing away of Arun Kumar Roy was held on the 13th January, 2024. The meeting witnessed the presence of the colleagues, friends, members and among others. While paying respectful homage to the departed soul, the selected attendees delivered their short speech remembering many eventful experiences.

On the occasion of Library Day, a programme for discussion on restructuring of library infrastructure was arranged by the Association on 20th December, 2025.

BLA was going to celebrate its centenary year on 20th December, 2025. On the occasion, articles were being invited to publish in this respect.

Arun Kumar Roy passed away on 5th January, 2024. Articles on him were being invited to publish in the special issue of Granthagar to mark his memory in this respect.

➢ **Obituaries, p.18, p.26**

Santanu Mukhopadhyay, president of National Library Employees' Association and Secretary of National Library Gazetted Officers' Association, passed away on 31st January, 2024. With profound grief and sorrow, the Association paid tribute to the soul and condolences to the members of the bereaved family.

Sukumar Hazra, Ex-Librarian of Burikhali Public Library of Howrah District, passed away on 31st January, 2024. He was deeply associated with the library movement in the state. The Association conveyed condolences to the mournful family.

।। বিশেষ আবেদন ।।

পরিষদের শতবর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সরকারি অনুদান যা আমরা পেয়ে থাকি তা বর্তমানে আমরা পাচ্ছি না। এই পরিস্থিতিতে পরিষদের সকল শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমরা অর্থ সাহায্য চাইছি। ইতিমধ্যে অনেকেই পাঁচ হাজার বা তার ঊর্ধ্বে পরিষদকে দান করেছেন। যারা এখনো পরিষদকে অর্থ দান করে উঠতে পারেননি তাদের অনুরোধ করছি দ্রুত আপনার অর্থ পরিষদ ভবনে জমা করুন।

কর্ম সচিব,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- ড: বিমলকান্তি সেন
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Prof. Panigrahi, P. K., Raychaudhury, Arup, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2016.
  Price : Rs. 500.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Raychaudhury, Arup, Majumder, Apurba Jyoti, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2017.
  Price : Rs. 500.00
- **Raychaudhury, Arup and others**
  Proceedings of Indkoha 2019.
  Price : Rs. 500.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Vol. 74 No 11 Editor : Shamik Burman Roy Asst. Editor : Pradosh Kumar Bagchi February 2025

Board of Editors : Satyabrata Ghoshal Dr. Swapna Ray Goutam Goswami Dr. Joydeep Chanda

CONTENTS

	Page
Bina Meghe Bajropat **(Editorial)**	3
Dr. Tridib Chattopadhyay and Dr. Asitava Das	4
V.I.Lenin and Mao Tse-Tung: two library loved revolutionary	
Pradosh Kumar Bagchi	7
Our study on Rabindranath Tagore: In search of bibliographies on him (rest part)	
Letters	16
Netai Shaw	17
Celebrating the first phase of the centenary of the Bengal Library Association : A report	
Looking back while at the time of Centenary celebration (2nd phase)	19
Association News	20
Obituary	22
English Abstract (Vol.73, No.10, January 2024)	23
English Abstract (Vol.73, No.11, February 2024)	25

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Shamik Burman Roy 9748702776(WA)**